দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 OCT 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা

প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কৃষি শিক্ষার সর্বজনীন প্রচলন ব্যতীত বাংলাদেশে কৃষি খাতে উন্নয়ন অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার।

উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট শিক্ষাক্রমের সকল শাখায় অন্যতম নৈর্বাচনিক ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে কৃষি বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এই পাঠ্যক্রমে একপত্র কৃষি-জীববিদ্যা ও একপত্র সাধারণ কৃষি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই পাঠ্যক্রম এমনভাবে প্রণীত হওয়া দরকার যাতে করে এটা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদ, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহ এবং জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা কোর্সে ভর্তির জন্য জীববিদ্যার বিকল্প হিসাবে অনুমোদিত হতে পারে।

নৈর্বাচনিক অথবা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে দেশের সর্বত্রই কৃষি ও পশু চিকিৎসা স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাকোর্সে ভর্তির জন্য অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বিজ্ঞান ব্যতীত অপরাপর শাখার ছাত্রবৃন্দ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের যোগ্যতর নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য গার্হস্থ, অর্থনীতি, ভূগোল প্রভৃতির মত কৃষি অন্যতম বিষয় হিসাবে পাঠ করতে পারে। এদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষাদানের দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সকল শাখায় প্রস্তাবিত কৃষি শিক্ষাদানের জন্য সকল সরকারী ও বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ে ন্যূনতম স্নাতক কৃষি ডিগ্রীধারী অন্ততঃ দুইজন শিক্ষক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ একটি কৃষি বিজ্ঞান শাখা চালু করা দরকার। পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত কৃষি কারিগর তৈরীর জন্য (কৃষি) ডিপ্লোমা/বি, টেক (কৃষি) সকল সরকারী মহাবিদ্যালয় ও কতিপয় নির্বাচিত বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক (কৃষি) কার্যক্রম প্রবর্তন করা দরকার। প্রথম পর্যায়ে সকল নতুন জেলার অন্ততঃ একটি সরকারী মহাবিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক (কৃষি) পাঠ্যক্রম চালু করা যেতে পারে।

উচ্চ মাধ্যমিক (কৃষি) সার্টিফিকেট কোর্স উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ কৃষি-ডিপ্লোমা বা স্নাতক কারিগরি (কৃষি) কোর্সে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কৃষি শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা হওয়া উচিত প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট থেকে এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণসহ উচ্চ মাধ্যমিক (কৃষি) সার্টিফিকেট এবং দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ধরনের অন্ততঃ একটি করে পদ সৃষ্টি করা উচিত। অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী) কৃষি শিক্ষক হিসাবে উচ্চ মাধ্যমিক (কৃষি) সার্টিফিকেটধারীদেরকে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে কৃষি শিক্ষা প্রদানের জন্য কতিপয় নির্বাচিত সরকারী মহাবিদ্যালয়ে পূর্ণাংগ কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা দরকার। শিক্ষকের ন্যূনতম যোগ্যতা হবে স্নাতক (কৃষি)।

আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষা শব্দটি খুবই ভ্রান্তভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষা বলতে অধুনা পর্যন্ত শুধুমাত্র বৃত্তিমূলক ও শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষা অর্থাৎ ডিপ্লোমা ও পেশাগত ডিপ্লোমা পর্যায়ের প্রকৌশল শিক্ষা বোঝানো হয়ে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত কারিগরি শিক্ষা বিভাগ সম্পূর্ণভাবে ডিপ্লোমা পর্যায়ের কৃষি কারিগরি শিক্ষাকে বর্জন করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কৃষি শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে অবহেলা করেছে এবং কোন একটি মূল সরকারী মহাবিদ্যালয়েও ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে কৃষি বিজ্ঞানকেও (তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক) বিজ্ঞান চালু করা হয়নি। পক্ষান্তরে জাতীয়করণের পর কোন কোন মহাবিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগকে অবলুপ্ত করা হয়েছে।

নিম্নতর পেশা ভিত্তিক ও বৃত্তিমূলক প্রকৌশল শিক্ষাক্ষেত্রে ২২টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৩৫টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১টি কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও ১টি বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর ফলে উদ্বৃত্ত সংখ্যক ডিপ্লোমা, প্রকৌশলী ও পেশাগত সার্টিফিকেটধারী তৈরী হয়েছে।

এ ধরনের ডিগ্রী নিম্ন-পেশাদার কারিগরদেরকে অন্ততঃপক্ষে বি,এস,সি (পাস) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সমানুপাতিক সামাজিক মর্যাদা প্রদান করবে; কিন্তু তারা সাধারণ বিজ্ঞান স্নাতকদের চেয়ে বেশী বেতন ও সুযোগ সুবিধা পাবেন। এ ধরনের ব্যবস্থা ২ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা/বি, টেক (কৃষি) সার্টিফিকেটধারীদের জন্য উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার দ্বারও উন্মুক্ত করবে।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থেই কৃষি শিক্ষাকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা অত্যাবশ্যক। আশা করা যায় প্রস্তাবিত কৃষি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে তা দেশের জন্য অধিকতর সুফল বয়ে আনবে।

—মোঃ ইয়াছিন আলী